মহা আধ্যাত্মিক
জ্যোতির্বিকাশ

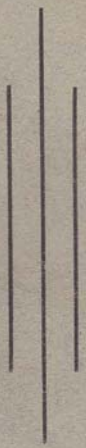

হযরত মির্যা নাসের আহ্‌মদ
খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ)

প্রকাশক ঃ
সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, রাবওয়ার পক্ষ হইতে
মুহাম্মদ শামসুর রহমমান,
এল, এল, বি, (লণ্ডন), বার-এট-ল,
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪, বক্সী বাজার রোড, ঢাকা—১

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৭০ সাল
দশ হাজার কপি

মুহাম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক জামান প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩২/১, কুমারটুলী লেন, ঢাকা—১ হইতে মুদ্রিত।

মহা আধ্যাত্মিক

জ্যোতির্বিকাশ

হযরত মির্যা নাসের আহ্‌মদ

খলিফাতুল মসিহ, সালেস (আইঃ)

সৈয়দ হজরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) নির্দেশিত আহ্‌মদীয়া জামাতের "নারা" (ধ্বনি)

১।	আল্লাহো	আকবর
২।	ইসলাম	জিন্দাবাদ
৩।	খাতামাল আম্বিয়া	জিন্দাবাদ
৪।	খাতামাল মুরসালীন	জিন্দাবাদ
৫।	ইনসানিয়ত	জিন্দাবাদ
৬।	আহ্‌মদীয়ত	জিন্দাবাদ
৭।	ইনসানিয়ত	জিন্দাবাদ
৮।	খাতামাল মুরসালীন	জিন্দাবাদ
৯।	খাতামাল আম্বিয়া	জিন্দাবাদ
১০।	ইসলাম	জিন্দাবাদ
১১।	আল্লাহো	আকবর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহা আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বিকাশ

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি কল্যাণের প্রস্রবন দান করার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে এরূপ কোটী কোটী প্রেমিক, জীবন-উৎসর্গকারী ও সিদ্ধি-প্রাপ্ত অনুগামী জন্মিয়াছেন, যাঁহারা আল্লাহ্-তায়ালার অনুগ্রহক্রমে আপন আপন সাধ্যানুযায়ী মোহাম্মদী হকীকতের তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মহা-আধ্যাত্মিক পুত্রের কল্যাণে আমরাও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহা আধ্যাত্মিক বিকাশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমাদের জামাতও ঐ সকল খাদেম এবং গোলামের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের উপর মোহাম্মদী হকিকত বিকশিত হইয়াছে এবং যাহাদিগকে মোহাম্মদীয় মর্যাদার তত্বজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তির উপর উক্ত বিষয়াবলীতে কায়েম আছে।

প্রথম কথা এই যে আঁ-হযরত (সাঃ) বারী-তায়ালার গুণাবলীর চরম প্রকাশক। জগতে যত নবীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহাদের সিদ্ধ-অনুগামীগণ, যাঁহাদের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় মহিমা ও গৌরব কায়েম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আপন আপন সাধ্যানুযায়ী বারীতায়ালার গুণাবলীর প্রকাশক হইয়াছেন। কিন্তু কেবল একজন অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) বারীতায়ালার সকলকে গুণ

পূর্ণভাবে স্বীয় সত্বার মধ্যে আহরণ করেন এবং পুনরায় স্বীয় জীবনে উহাদিগের প্রকাশ দেখান অর্থাৎ তিনি ইহলোকের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট গুণাবলীর প্রকাশক হয়েন। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি একমাত্র মহাপুরুষ, যাঁহাকে বারীতায়ালার গুণাবলীর প্রকৃত এবং পূর্ণ তত্বজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর পূর্ণ প্রকাশক হইয়াছেন। এই মোহাম্মাদী মর্যাদা হইতে কল্যানের যে বিভিন্ন প্রস্রবন নির্গত হইয়াছে, এই জোতির্ময় স্বত্বা হইতে জ্যোতির যে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তম্ভ সমুদয় উর্ধে আকাশের দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, উহারি বিভিন্ন বিকাশ আমরা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগামীগণের স্বত্বার মধ্যে দেখিতে পাই। যেহেতু তিনি বারীতায়ালার গুণাবলীর পরম প্রকাশক ছিলেন, সেই জন্য একদিকে যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পাকা ছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁহার দাস ও জনগণের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, উহাও অনুরূপভাবে সুদৃঢ়, ব্যাপক এবং গভীর ছিল। আমরা অন্য কোন মানুষকে তাঁহার মোকাবিলা করিতে দেখি না। মানবতার জন্য সহানুভূতি ও সমবেদনার এক উদ্বেল সমুদ্র তাঁহার মধ্যে আমরা তরঙ্গায়িত দেখি। তাঁহার দৃষ্টি কেবল তাঁহার যুগে তাঁহার চারি পার্শ্বে যাহারা ছিল, তাহাদেরই উপর ছিল না; যাহারা পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার জ্যোতিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রেমের মধ্যে তাঁহার স্বত্বার জ্যোতিকে দেখিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক স্বত্বার চতুর্দিকে তোয়াফ করিতে থাকিত, কেবল তাহাদেরই উপর তাঁহার দৃষ্টি ছিল না এবং শুধু তাহাদের প্রয়োজনকেই তিনি বুঝেন নাই, কেবল সেইগুলি পূর্ণ করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন নাই, বরং ইহা এক কঠোর সত্য যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে সেই সময়ে স্বীয় গুণাবলীর পরম প্রকাশক করিয়াছিলেন, যখন আদম এই দুনিয়াতে আবির্ভূত হন নাই। সেই

সময় হইতে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের উপর তাঁহার করুণা প্রসারিত এবং তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি তাহাদের হিতসাধনকারী।

হযরত আদম (আঃ)-এর যুগে তখনকার মানবতার প্রয়োজন অনুযায়ী মহান কুরআনের একাংশ আদম (আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল এবং যখন মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির আরও স্তর অতিক্রম করিল, তখন হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে তাঁহার যুগোপযুগী এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে তাঁহার যুগোপযুগী এবং হযরত মুসা (আ;)-এর যুগে তাঁহার জাতিকে যুগের প্রয়োজনানুযায়ী কোরআন করিমের অংশ-বিশেষ দান করা হইয়াছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাহাদের জন্য যে সব বিষয় প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল, আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল এবং আদেশ অনুযায়ী ঐ সকলই তাহাদিগকে দান করা হইয়াছিল। তাঁহার বিকাশ এরূপ পূর্ণ এবং কামেল ছিল যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন মজিদে তাহার স্বত্বাকে স্বীয় স্বত্বার প্রতিচ্ছায়া বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ—

قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا .

"বল সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যা দূরীভূত হইবার বস্তুই ছিল।" (সুরা বনি ইসরাল,৮২ আয়াত)

হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) এই আয়াতের তফসীর করিতে গিয়া বলিয়াছেন قل جاء الحق-এর মধ্যে الحق শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার নিজের স্বত্বাকে বুঝাইতেছে এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর স্বত্বাকেও বুঝাইতেছে এবং কুরআন করীমের হেদায়েতকেও বুঝাইতেছে।

সুতরাং হযরত নবী করীম—(সাঃ) বারীতায়ালার পূর্ণ প্রকাশক হওয়ার ফলে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি তাহাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ

করিতে প্রচেষ্টামান। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর কল্যাণে তাহারা স্ব স্ব অবস্থাপোযোগী কুরআন করীমের অংশাবলী লাভ করিয়া আসিতেছে। এতদ্বারা আন্দাজ করা যাইতে পারে যে, আমাদের হযরত মোহাম্মাদ খাতামান্নাবীয়ীন (সাঃ) কি মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

যাঁহারা মোহাম্মাদীয় হকীকতের তত্বজ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-ই একমাত্র মানব, যিনি আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে অমর জীবনে ভূষিত হইয়াছেন। জীবিত নবী, খোদার প্রিয় নবী, একমাত্র আমাদের এই নবী, যিনি নবীগণের নেতা এবং রসুলগণের গৌরব, যাঁহাকে জগত মোহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) নামে অবগত।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অমর জীবনের পরিচয় আমরা এইভাবে পাই যে, এই পবিত্র খাতামাল মুরসালীনের আধ্যাত্মিক আশিসের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান এবং তাঁহার অনুগমন সদা, প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক জাতির জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রাণ-সঞ্চারী সাব্যস্ত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। যদি কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আমরা (জামাতে আহ্‌মদীয়া) সন্তোষজনকভাবে ইহা সাব্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হযরত মোহাম্মাদ খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ)। কারণ প্রকৃত, সত্যকার এবং চিরস্থায়ী কামেল জীবন উহাই, যাহা হইতে আশিসের ধারা চির প্রবাহমান এবং মানবতার সকল প্রয়োজনের পূর্ণ-কারক।

আমরা মোহাম্মাদীয় মর্যাদার তত্বজ্ঞানের অধিকারী। আমরা ইহা জানি যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার এক মহান জ্যোতিঃ

হিসাবে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ঃ— و انزلنا اليكم نورا مبينا

"আমরা তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করিয়াছি।"

(সুরা নেসা—১৭৫ আয়াত)।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সুরা নূরের ৩৬ আয়াতের তফসীর করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,— مثل نوره كمشكوة

বাক্যের মধ্যে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর জ্যোতিঃর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার এক তফসীর এই যে, الله نور السموات و الارض "আল্লাহ আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর জ্যোতিঃ" কথাগুলির সম্বন্ধ আল্লাহ্-তায়ালার সহিত রহিয়াছে এবং مثل نوره كمشكوة কথাগুলির সহিত যাঁহার সম্বন্ধ তিনি হইলেন আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর পরম প্রকাশক অর্থাৎ খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ)। এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিকে তাঁহার জন্ম ও সৃষ্টির দিক দিয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি-নিচয় তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, উহার দিক দিয়া, তিনি জ্যোতিঃর্ময় স্বত্বা বিশেষ ছিলেন, এবং যখন এই জ্যোতিঃর্ময় স্বত্বার উপর আকাশ হইতে আল্লাহ্তায়ালার ওহী অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি نور على نور আলোকোপরি আলোক হইয়া গেলেন। অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যে খোদা-দত্ত জ্যোতিঃ ছিল, যাহা আধ্যাত্মিক শক্তি ও বৃত্তিসমূহের আকারে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, উহার উপর যখন আল্লাহ্তায়ালার ওহী অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি পূর্ণ জ্যোতিঃর আকারে মানব জাতির দিকে প্রেরিত হইলেন এবং আদম (আঃ) হইতে সকল নবী তাঁহারই নবুওতের জ্যোতিঃ হইতে নিজেদের নবুওতের প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন।

আমরা মোহাম্মদীয়া হকীকতের সহিত পরিচিত। আমরা ইহা অবগত আছি যে, হযরত খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) ঐ সকল উত্তম নৈতিকতা স্বীয় সত্বা ও চরিত্রে একত্রিত করিয়াছিলেন, যাহার ঝলক অতীতের সকল নবীর মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী নবীগণ এবং খোদাতায়ালার প্রিয়গণ, যাঁহারা পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে যে সকল উত্তম নৈতিকতার ঝলক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং হইবে যাহা আদম (আঃ) হইতে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই সকলই আঁ হযরত (সাঃ)-এর জীবনে একত্রভাবে আমাদের নজরে পড়ে। এইজন্য কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে।

انك لعلى خلق عظيم

"নিশ্চয় তুমি মহান নৈতিকতায় অধিষ্ঠিত।" (সূরা কলম—৫ আয়াত)।

পুনঃ আমরা, যাহাদিগকে এই জ্ঞানের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া এবং খাতামাল মুরসালীন, আমরা জানি এবং দুনিয়ায় ইহা ঘোষণা করি যে, হযরত নবী (সাঃ) সর্বাপেক্ষা বড় সংস্কারক ছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের প্রকাশের জন্য তাঁহার তুল্য আর কোন সংস্কারকের জন্ম হয় নাই। সত্যের প্রকাশের জন্য এবং লুপ্ত সত্যকে উদ্ধার করিয়া দুনিয়ায় পুনরায় আনয়নের জন্য তিনি সকলের সেরা সংস্কারক ছিলেন। আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই আদম ছিলেন। কারণ প্রথম আদম তাঁহারই নিকট হইতে সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কল্যাণে ঐ সত্যকে যুগের প্রয়োজন এবং আদি বংশের সামর্থের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়ায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কারক-কুলের নেতা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর কল্যাণে মানবীয় নৈতিকতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বে আর কাহারও মধ্যে এই বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়

না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মানুষ কোনো কোনো দিকে উন্নতি করিয়াছিল এবং এক সীমা পর্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তাহার সমস্ত গুণকে নিজ সামর্থের সীমার মধ্যে চরমে পৌঁছাইতে পারে ইহা কেবল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কল্যাণে সম্ভব হইয়াছে। তিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হইলেন এবং স্বীয় পূর্ণ আদর্শ জগতের সম্মুখে পেশ করিলেন। তিনি মানব জাতির হাতে এক পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা দিলেন। উহার কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী চরম পর্যায়ে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিল। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা যতগুলি চাহিদা রাখিয়াছেন অথবা মানব জীবনের যতগুলি অঙ্গ আছে, ঐ সকলের জন্য এরূপ ব্যবস্থা হইয়া গেল যে, ঐগুলি চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।

আমরা ইহাও জানি যে, সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষকও হযরত নবী করীম (সাঃ) ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন :—

و علمك مالم تـكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما .

(সূরা নেসা—১১৪ আয়াত)।

আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাকে সেই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, যাহা মানুষ হিসাবে স্বীয় প্রচেষ্টায় অর্জন করিতে পারিতে না এবং আল্লাহ্-তায়ালার অনুগ্রহে আল্লাহ্তায়ালার আশিস সর্বাপেক্ষা চরম আকারে তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী সম্বন্ধে তত্বজ্ঞান এবং রব্বানী তত্ব সমূহের গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন। ঐ সকল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী তাঁহার অপেক্ষা আর কেহ ছিল না। যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন এবং যিনি সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন, তিনিই সকলের চেয়ে বেশী শিক্ষা দিতে সক্ষম। যদি জ্ঞানের মাত্রা ১০০ থাকে, তাহা হইলে যিনি

জ্ঞানের ৫০ মাত্রা জানেন, তিনি ৬০ মাত্রা শিখাইতে পারেন না। পুরা ১০০ মাত্রা তিনিই শিক্ষা দিতে পারেন, যিনি স্বয়ং ১০০ মাত্রার জ্ঞান রাখেন। সুতরাং,

علمك مالم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما -

আয়াতাংশের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা জগতবাসীকে ইহাই জানাইয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে জ্ঞানের ময়দানে যে পরিমাণ আশিস-মণ্ডিত করা হয়াছে, এইরূপ আর কাহাকেও করা হয় নাই। মানবজাতির জন্য যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, উহা পূর্ণভাবে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে মানবজাতি এই যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, যে কেহ আপন সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা এবং সাহসের সহিত কাজ করিবে, সে স্বীয় শক্তি অনুযায়ী নিজ জ্ঞানবৃত্তিকে উৎকর্ষ দিতে পারিবে।

সুতরাং খাতামাল আম্বিয়া হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-ই সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষক। আর কেহ এই আসনের অধিকারী হইতে পারে না। খাতামাল আম্বিয়ার এক অর্থ ইহাও যে আল্লাহ্‌তায়ালার স্বীয় গুণাবলীর যে জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছিলেন, উহা আর কেহ প্রাপ্ত হয় নাই। মানুষকে শিক্ষা দিবার যে শক্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, ঐ শক্তিও আর কেহ লাভ করে নাই। সুতরাং তিনিই খাতামাল আম্বিয়া।

আমরা ইহাও জানি যে, হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) জগতের সর্বাপেক্ষা বড় মুরুব্বী এবং তাঁহার হস্তে দুনিয়ার সেই বৃহত্তম দুর্নীতির সংশোধন হইয়াছিল, যাহা ধীরে ধীরে অধঃপতনের স্তর সমূহ অতিক্রম করিয়া একান্ত ভীতিপ্রদ ও দুর্নীতিপূর্ণ তামস মূর্তিধারণ করিয়া মানব জাতির সম্মুখে সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, যখন হযরত নবী করীম (সাঃ) আবির্ভূত হইলেন। এই বৃহত্তম দুর্নীতির সংশোধনের ভার তাঁহার উপর

অর্পিত হইয়াছিল। তিনি পরম কৃতকার্যতার সহিত দুনিয়ার সংশোধনের কাজ করিলেন এবং মানুষকে এরূপ যোগ্য করিলেন যে, তাঁহার দেওয়া উপায়-সমূহের দ্বারা ঐরূপ বিরাট দুর্নীতি হইতে, যাহা দুনিয়ায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহারা রক্ষা পাইতে পারে এবং নিজদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমা এবং করুণার চাদরে জড়াইয়া লইতে পারে।

মানব জাতি তৌহিদ ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ) তৌহীদকে জগতে কায়েম করিলেন। তিনি সকল ভ্রান্ত ধর্মকে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা পরাভুত করিলেন। যাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছিল যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তাহাদের সন্দেহের নিরসন করিলেন। তিনি প্রত্যেক অধার্মিকের কু-ধারণা দূর করিলেন এবং নাজাতের সত্যকার উপকরণ তিনি এভাবে মানুষের হস্তে দিলেন যে, সত্যসিদ্ধ নীতিসমূহ তাহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন এবং এইভাবে তিনি মানব জাতির জন্য নাজাতের উপকরণ সম্ভব এবং সুনিশ্চিত করিয়া দিলেন।

আমরা মোহাম্মাদীয়া হকীকত জানি ও চিনি এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইহার উপর কায়েম আছি যে, তিনিই খাতামাল মুরসালীন এবং খাতামাল আম্বিয়া। আমরা ব্যক্তিগতভাবে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং চেষ্টা করিয়া থাকি যে, জগতবাসীও ইহা বুঝিতে আরম্ভ করুক যে আঁ-হযরত (সাঃ) এর অনুগমন মানবকে খোদাতায়ালার প্রিয় করিয়া দেয়।

অনুগমনের মধ্যে তিনটি কথা আছে।

প্রথম এই যে, তাঁহার সৌন্দর্যকে জানা। ইহার ফলে ভালবাসার সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনুগমন করার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় যে তাঁহার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিয়া আত্মভোলা হইয়া তাঁহার প্রেমে বিলীন হইয়া যাওয়া।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহার মহিমাকে জানা।

قل جاء الحق و زهق الباطل -

'বল সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিদূরীত হইয়াছে'

(সুরা বনি ইসরাইল—৮২ আয়াত)

এক মহা সঙ্কেতধ্বনী ছিল, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌র প্রকাশক হওয়ার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে যে মহিমা ও গৌরব দেখিতে পাই, সেই মহিমা ও গৌরব আমরা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মধ্যে প্রতিচ্ছায়া আকারে দেখিতে পাই। কারণ তিনি আল্লাহ্‌-তায়ালার গুণাবলীর পূর্ণ প্রকাশক।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিচ্ছায়ারূপে হযরত নবী করীম (সাঃ) যে মহিমা এবং গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন, উহার মর্যাদা করা এবং উহাকে জানা তাঁহার অনুগমনের জন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। এতদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া আপন রবের অধিক হইতে অধিকতর নৈকট্য লাভ করিবে এবং তাঁহার গুণাবলীর ক্রমঃবর্ধমান মাত্রায় প্রকাশক হইতে পারিবে।

অনুগমনের জন্য তৃতীয় জরুরী কথা এই যে, তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ করা চাই। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে ভালবাসে এবং তাঁহার মহিমা, গৌরব ও মর্যাদা জানে এবং ইহার ফলে সেই মহিমার প্রভাবের অধীনে তাঁহার পূর্ণ অনুগমন করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে আপন প্রিয় করিয়া লয়েন এবং এই ব্যক্তি সেই সমস্তই পায়, যাহা কেহ আপন প্রেমিকের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। যেহেতু সবকিছু আল্লাহ্‌তায়ালার, সেইজন্য যে কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় হয়, সে সবকিছু লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এজন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

আমরা মোহাম্মদীয় হকীকতের তত্বজ্ঞান রাখি এবং আমরা জানি যে হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) মানবতার মহা হিতৈষী হিসাবে অদ্বিতীয় ও অতুল। তাঁহার হিতৈষণাপূর্ণ সহানুভূতি এবং শুভ্রতাপূর্ণ সমবেদনা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা বংশ বিশেষ বা যুগ বিশেষের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ নহে, বরং ইহার সম্বন্ধ সমস্ত দুনিয়ার সহিত। পুনঃ কোন যুগের সহিত ইহার সম্বন্ধ নহে, বরং কেয়ামত পর্যন্ত ইহার সম্বন্ধ। এইরূপ খাঁটি, পূর্ণ এবং সর্বব্যাপি সহানুভূতি অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে আমরা দেখি না। ঐরূপ সহানুভূতি দূরে যাউক, আমার মনে হয়, উহার সহস্রাংশ, উহার ক্রোড়াংশও আর কোথাও দেখা যায় না। যদ্বারা মানবতার সত্যকার সহানুভূতি সাব্যস্ত হয় এরূপ কাজের জন্য যদি কাহারও বৈশিষ্ট্য লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি এবং এই সত্য আমরা দুনিয়ায় ঘোষণা করিতেছি যে, এই গুণেও হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) সকল নবী এবং সকল মানুষ হইতে উর্ধে এক অতুলনীয় মানব।

আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু আমি এখন মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছি এবং জামাতকে ইহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মোহাম্মদীয় মর্যাদার যে তত্বজ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি, উহা অন্যেরা লাভ করে নাই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নবী আকরাম (সাঃ)-এর যুগ হইতে এ পর্যন্ত এরূপ কোটী কোটী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহারা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী এই তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এই তত্বজ্ঞান আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহা আধ্যাত্মিক পুত্রের মারফত লাভ করিয়াছি এবং পূর্ববর্তী ঐ সকল লোকের ন্যায়, যাহারা এই তত্বজ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছিল, প্রকৃত অর্থ এবং তত্বজ্ঞানের রঙে আজ যদি কেহ খাতামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ ধ্বনী উচ্চারণ করিতে পারে তো সে আমরা।

আমরা যখন

খাতামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ
খাতামাল মুরসালিন জিন্দাবাদ

ধ্বনী করি, তখন আমাদের এ ধ্বনি জ্ঞানভিত্তিক হইয়া থাকে। আমরা এ তত্ত্ব বুঝি এবং আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এবং আত্মার ব্যাপকতা এবং শরীরের বিন্দু বিন্দু হইতে এই ধ্বনী উত্থিত হয় যে,

খাতামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ
খাতামাল মুরসালিন জিন্দাবাদ।

কিন্তু কতক এমনও লোক আছে, যাহারা ইতিহাসের সুদূরে এবং অতীতের আবছায়ায়, মানবতার দূর চক্রবালে, বহু দূর হইতে উহার এক ঝলক দেখিয়াছে এবং সেই ঝলকের দ্বারা এক সীমা পর্যন্ত ঘায়েলও হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর করুণা বারির বর্ষণ হয় নাই। অতীতের আবছায়ায় তাহারা যে ঝলক দেখিয়াছে, উহাতে মুগ্ধ ও প্রেমাকৃষ্ট হইয়া, তাহারাও খাতামাল আম্বিয়া ধ্বনী দেয়, কিন্তু তাহাদের ধ্বনী জ্ঞানভিত্তিক নহে, পরন্তু উহা উপলব্ধিহীন। সেই মর্যদাকে তাহারা জানে না, কেবল এক ঝলকে তাহারা ঘায়েল হইয়াছে মাত্র এবং আমরা সন্তুষ্ট যে সেই পবিত্র অস্তিত্ব যিনি আমাদের অন্তর, মস্তিষ্ক, আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাঁহার জন্য অন্ততঃ উপলব্ধিহীন ধ্বনীও দেওয়া হইতেছে। কিন্তু যখন

খতমে নুবওত জিন্দাবাদ

ধ্বনী দেওয়া হয়, তখন একজন আহমদীর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত জ্ঞানভিত্তিক ধ্বনী সর্বোচ্চ হওয়া উচিৎ।

সুতরাং অদ্য আমি আপনাদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতে চাই যে, জ্ঞানভিত্তিক ধ্বনী কেবল আমাদের এবং যাহারা জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্বন্ধে

অনবহিত, তাহাদের মুখোচ্চারিত ধ্বনী উপলব্ধিহীন। অবশ্য এ ধ্বনী শুনিয়াও আমরা সন্তোষ লাভ করি, এই ভাবিয়া যে, তাহারা আমাদের প্রিয়তমের জ্যোতিঃর এক ঝলক দেখিয়াছে, হউক না কেন, তাহাদের এ দেখা অতীতের আব্‌ছায়ার মধ্য দিয়া। সুতরাং যদি কোথাও এ ধ্বনী উত্থিত হয়, তাহা হইলে আপনারা অধিকতর আগ্রহ ও প্রেমভরে উহাতে শামিল হউন। অন্যের শব্দ যদি প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে, তাহা হইলে আপনাদের শব্দ যেন সপ্তম আকাশ ভেদ করিয়া মহামহিমান্বিত খোদার আরশ পর্যন্ত পৌঁছে এবং আমাদের প্রভু, আমাদের প্রিয় হযরত মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ) সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার পূর্ণ অনুগামীগণ তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া ধ্বনী দিতেছে।

খাতামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ

দ্বিতীয় ধ্বনী যাহা আমরা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর সৌজন্যে লাভ করিয়াছি, উহারও অধিকারী আমরা। অপর কেহ সেই ধ্বনীকে জ্ঞানের ভিত্তিতে উচ্চারণ করিতে পারে না। হযরত নবী করীম (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়ারূপে সর্বপ্রধান জগত-হিতৈষী। ইহাতে কোন সন্দেহ এবং প্রশ্ন নাই। ইহা বুঝাইতে আমি সংক্ষেপে চারিটি বিষয় বলিব।

প্রথম আঁ হযরত (সাঃ)-এর দ্বারা মানবের যে মহাকল্যাণ সাধন হইয়াছে, উহা হইল মানব-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা। পূর্ববর্তী শ্রদ্ধেয় নবীগণ মানব-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহারা স্বজাতির প্রয়োজনকে পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের তরবিয়তের প্রতি বিশেষ নজর রাখিয়াছিলেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা দোওয়া এবং প্রচেষ্টার দ্বারা যথাসম্ভব স্বজাতির তরবিয়ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে আপন সাধ্যানুযায়ী সৎ ও পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে মানব-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। এক বিশেষ

যুগ ও এক বিশেষ জাতির জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। মানব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা মানবজাতির প্রতি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর এক বিশেষ কল্যাণ এবং ইহা তাঁহারই সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তিনি জানা জগত এবং অজানা দেশের অধিবাসীগণের প্রত্যেকের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তখন পৃথিবীর এমন অনেক এলাকা ছিল, যেগুলির সম্বন্ধে আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। যথা রেড ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত দেশ, যাহাকে এখন আমেরিকা বলা হয়। কিন্তু হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর অভ্যুত্থানের সময়কার আরবগণের তাহাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। হযরত নবী করীম খাতামাল মুরসালীন (সাঃ) সেই অজানা দেশের অধিবাসীগণের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি একথা বলেন নাই যে, আরব অথবা এবিসিনিয়া অথবা আফ্রিকার অধিবাসীগণের মর্যাদাহানী করিও না বরং তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষ, জানা বা অজানা যে কোন স্থানেই বাস করুক না কেন, কাহারও মর্যাদাহানি করিও না।

যখন সেই সকল জাতির সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘটিল, যাহাদের সম্বন্ধে সে যুগে কোন সংবাদ জানা ছিল না, তখন আমরা আহ্‌মদী মুসলমান হিসাবে (আমাদের আগের বুযুর্গান যাহারা ছিলেন, তাঁহারাও পূর্ণ অনুগামীরূপে এবং আমরা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুগামীরূপে) তাহাদিগের নিকট যাইয়া এই কথা বলি এবং আমরা এ কথা বলার অধিকারী যে, আর কেহ তোমাদের কথা ভাবে নাই এবং যদিও তখন জগত তোমাদের অস্তিত্বের কথা জানিত না, তথাপি তিনি তোমাদের সম্বন্ধে এই আদেশ রাখিয়া গিয়াছেন যে, যখন তোমরা মানুষ হিসাবে আমাদের সহিত মিলিত হও, তখন আমরা যেন তোমাদের প্রতি সেইরূপ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করি, যেরূপ আমরা স্বদেশে আপোসের মধ্যে করিয়া থাকি, অথবা আমাদের মহাদেশের লোকজনের

প্রতি করিয়া থাকি। আমরা তোমাদের জন্য অনুরূপ সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিব। আমি পূর্বেও বলিয়াছি—

انما انا بشر مثلكم -

"আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ।"

(সুরা হামিম সিজদা—৭ আয়াত)

এক মহান ধ্বনী যাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখে মহান কুরআনের মধ্যে তোলা হইয়াছে। উহা সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে এক শ্রেণীতে খাড়া করিয়া দিয়াছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ন্যায় কোন ব্যক্তি পূর্বেও হয় নাই এবং পরেও হইবে না। তাঁহাকে দিয়া এ কথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আমি তোমাদের মত মানুষ এবং তোমরা আমার মত মানুষ। এতদ্বারা মানুষের এমন সঠিক সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে যে, ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়। সকল মানুষকে এই মর্যাদায় খাড়া করিয়া, তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ।" আমার মধ্যে তোমাদের ন্যায় শক্তি ও বৃত্তি নিশ্চয় রহিয়াছে। তোমরা আইস এবং দেখ আমি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে কিভাবে উচ্চতা ও মর্যাদা অর্জন করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী উচ্চতা লাভ করিব। তোমরাও তোমাদের সাধ্যানুযায়ী উচ্চতা লাভ করিতে পারিবে। এখানে (মানবতার) যে (নিম্নতম) সীমারেখা টানা হইয়াছে, যেখানে সকলকে সমান করা হইয়াছে, ইহা চরম নহে, বরং সকলের যাত্রাপথ উর্ধে নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু মানবতার সমতলে তিনি সকলকে এই বলিয়া একত্রিত করিয়াছেন যে,

انما انا بشر مثلكم -

"আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ।" সুতরাং হযরত নবী করীম (সাঃ) মানবজাতির প্রতি সর্বাপেক্ষা যে বড় কল্যাণ করিয়াছেন, উহা হইল তিনি মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের সম্মান কায়েম করিয়াছেন এবং তাহার আভিজাত্যও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমাদের প্রিয় খাতামাল আম্বিয়া দ্বিতীয় যে মহা কল্যাণ মানবজাতির প্রতি করিয়া গিয়াছেন, উহা হইল মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। তিনি এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং এরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, আমরা সকলে যদি তাঁহার নির্দেশিত পথে চলি, তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষ তাহার অধিকার লাভ করিবে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে আমি এখন যাইব না। অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে আমার খুতবাসমূহে ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কুরআনে মানবাধিকারের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, উহা মানব কল্পনায় আসিতে পারে না। ইহা কেবল ঐশীবাণী দ্বারাই সম্ভব।

বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্রীগণই মানব হিতৈষণার সর্বপেক্ষা বড় দাবীদার। কিন্তু যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা তো দাবী কর যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে সকল মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে, কিন্তু তোমরা প্রয়োজনের কোন সংজ্ঞা দাও না কেন? ইহার ফলে চীনদেশে প্রয়োজনের এক অর্থ করা হয়, যুগশ্লাভিয়ায় অন্য অর্থ করা হয়, রুশীয়-গণের নিকট প্রয়োজনের অর্থ অন্যরূপ এবং রুশের প্রভাবাধীন এলাকায়, যাহাদিগকে রুশের তল্পীদার বলা হয়, সেখানে মানুষের প্রয়োজনের অর্থ ভিন্ন একরূপ ধারণ করিয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল ইহা যথেষ্ট নহে যে—

"প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দাও।"

বস্তুতঃ মানুষের প্রয়োজন যে কি, তাহার কোন সন্ধানই নাই।

পবিত্র কুরআন মানবাধিকারের এরূপ সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছে যে, উহা কল্পনা করিতে মানুষের বুদ্ধি ধাঁধিয়া যায় এবং মানুষ বুঝিতে পারে যে মানুষের বুদ্ধির দৌড় কোথায় গিয়া শেষ হয় এবং আগে বাড়িবার জন্য কোথায় ঐশী জ্যোতিঃর প্রয়োজন হয়। কুরআন করীম শিক্ষা দেয় যে,

الحمد لله رب العالمين -

"আল্লাহ সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ত্রাণ কর্তা।" আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেকের মধ্যে তোমরা যত প্রকার শক্তি, যোগ্যতা ও বৃত্তি দেখিতে পাও, সে সমুদয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 'রব' হিসাবে তিনি সেই সকল শক্তি, যোগ্যতা ও বৃত্তির প্রতিপালনের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নতম পর্যায়ের প্রতিপালন নহে, বরং পরিবর্ধণের চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি নিহিত আছে, ঐ সকলের পরম পরিবর্ধণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সেই সকলই তাহার হক বা অধিকার এবং সেইগুলি তাহাকে পাইতে হইবে। এই অধিকারগুলি যদি সব সে না পায়, তাহা হইলে সে মযলুম। ইসলামী হুকুমতের ফরয, তাহার সেই দাবীগুলি মিটান। যথা এমন হইতে পারে যে কোন প্রতিভাবান বালক বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের ন্যায় মেধাবী অথবা আমাদের ডাক্তার আবদুল সালাম সাহেবের ন্যায় মেধাবী, কিন্তু সে এক গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অনেক গরীবের ঘরে মেধাবী ছেলে জন্মিয়াছে। কলেজে অধ্যয়ন কালেও আমি এই সকল ছাত্রের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়াছি এবং আজও খোদাতায়ালার ফযলে এইরূপ মেধাবী ছাত্র আমার নজরে পড়িলে আমি তাহাকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য উৎসাহ দিয়া বলি যে, তোমাকে বিদেশেও পাঠাইব এবং তুমি যতদূর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করিতে পারিবে, আমি তাহাতে সাহায্য করিব। তাহার এ অধিকার আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা কোন ব্যক্তিকে এমন দৈহিক শক্তি দিয়াছেন যে, সে যথাবিধি শরীর চর্চা করিলে বিখ্যাত গামা পেলোয়ানকেও পরাজিত করিতে পারে, কিন্তু সে হয়ত এমন এক গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে,

পালোয়ানের আহারের জন্য প্রয়োজনীয় দুগ্ধ, মাখন, বাদাম ইত্যাদি খাদ্য সে পায় না এবং গাত্র মর্দনের জন্য তৈল এবং তৈল মর্দনের জন্য লোক রাখিতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির কিভাবে দেহের পরিবর্ধন ঘটিবে? কুরআন করীম বলেন—

الـلـه رب الـعالمين -

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এই ব্যক্তিকে যে দৈহিকশক্তি দেওয়া হইয়াছে তোমরা উহার পরিবর্ধনের ব্যবস্থা কর। এই শ্রেণীর ব্যক্তি চিন্তা করিবে যে, দেখ আমার রব আমাকে কত ভালবাসেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কত অনুগ্রহ আমার উপর যে আমার দেহের সকল প্রয়োজনকে আমার অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং আমার দাবী দেওয়াইয়াছেন। বস্তুতঃ সে গামা পালোয়ানও হইবে এবং খোদাভক্ত মানুষও হইবে। অর্থাৎ যদি তাহার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হয়, তবে, সে খোদাভক্ত হইবে। সে কেবল পালোয়ানই হইবে না।

অতএব ইসলাম শুধু তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা হইবে বলিয়া চুপ হইয়া যায় নাই। ইসলাম বলিয়াছে যে তোমাদের শক্তি সমূহের পূর্ণ পরিবর্ধনের জন্য আমরা তোমাদের অধিকার কায়েম করিতেছি, তোমাদিগকে ফকীর এবং ভিখারী করা হয় নাই। ইসলাম বলে যে, আমরা তোমাদের অধিকার কায়েম করিতেছি এবং আমরা তোমাদিগকে ইহা প্রদান করিব। অধিকার বলিতে যেখানে আমরা সত্তাকার শক্তি ও প্রতিভা দেখিব—আল্লাহ্ তায়ালা যাহাকে মেধা দিয়াছেন, যাহাকে দৈহিক শক্তি দিয়াছেন অথবা নৈতিক শক্তি দিয়াছেন, তাহারা সকলেই সৌভাগ্যবান মানুষ। তাহাদের প্রত্যেকের শক্তির পূর্ণ পরিবর্ধন হওয়া চাই।

বস্তুতঃ মানবতার প্রতি এই মহাকল্যাণ মানুষ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইসলাম একথা বলে না যে, কেহ হিন্দু হইলে তাহার শক্তিগুলি বিনষ্ট

করিবার চেষ্টা কর, অথবা কেহ খ্রীষ্টান হইলে তাহার উপর তরবারী চালাও। ইসলাম ইহাও বলে নাই যে, যদি কেহ আল্লাহতায়ালাকে গালিদাতা নাস্তিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবহেলা কর, বরং হজরত নবী আকরাম (সাঃ) আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, যদি কেহ আল্লাহতায়ালাকে গালি দেয়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাহাকে ধরিবেন। যদি কেহ আমার উপর ঈমান না আনে, তাহা হইলে তাহার জন্য তোমার কিসের চিন্তা। মানুষ হিসাবে তোমাদিগকে তাহাদিগের সেই সকল অধিকার কায়েম করিতে ও প্রদান করিতে হইবে, যাহা ইসলাম তাহাদিগের জন্য মানুষ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে এবং দিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছে।

সুতরাং ইসলাম মানুষের অধিকার কায়েম করিয়াছে (আমি এখানে মুসলমানের অধিকারের কথা বলিতেছি না) এবং এরূপ শিক্ষা দিয়াছে যে, সেগুলি প্রদান-সাধ্য এবং এরূপ নিজাম দিয়াছে যে, ঐ অধিকার সমূহ আদায় হইয়া যায়। সুতরাং মানুষ হিসাবে ইহা মানবতার প্রতি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহা কল্যাণ।

তৃতীয়তঃ তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের অনুভূতির সম্মান রাখিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমি পূর্বে দিয়াছি। মানুষের সহানুভূতির সম্মানের এই পর্যায়ও বিস্তারিত। ইহার মধ্যে আমি যাইব না। বিষয়টি আমি সংক্ষেপে বলিব। যদি কাহারও প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ক্ষতি ছাড়া তাহার অনুভূতি আহত হয়। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন, তুমি কাহারও প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না; হউক না কেন সে নাস্তিক, খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, পারসী; বৌদ্ধ, ধর্মহীন বা কু-ধার্মিক। মোট কথা যে কেহ হউক, তাহার প্রতি তুমি মিথ্যা আরোপ করিও না, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিও না, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিও না। অপরাপর ক্ষতি ছাড়া এগুলির দ্বারা মানুষের অনুভূতি আহত হয়।

যে কেহ হউক, তাহার অনুভূতির সম্মান করিও। এমন কি তাহার ধন, মান এবং প্রাণের হেফাজত করিও। মানুষ হিসাবে এগুলি প্রয়োজনীয়। এ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই যে, মুসলমানের উপর অপর এক মুসলমানের প্রাণ রক্ষা করা ফরয এবং অমুসলমানের জীবন রক্ষা করা ফরয নহে, বরং এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রাণের পবিত্রতা কায়েম করা গেল এবং উহার রক্ষার জিম্মাদারী মুসলমান জাতির উপর ন্যস্ত করা হইল। ইহাতে আরবী, আজমী, মুসলমান এবং অমুসলমান কাহাকেও কাহারো উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নাই। সকলকেই অনুভূতির দিক দিয়া একাসনে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা এক বড় বিষয়। সেই জন্য কথা বলিতে বড়ই সাবধান করা হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে বেপরওয়াভাবে কথা বলি এবং আপন ভ্রাতার সহিত এরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকি যে তাহাকে বিঁধে। এরূপ করা নিষেধ। এরূপ কাজ আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তোষের কারণ ঘটে। সুতরাং মানুষের অনুভূতির প্রতি এতাধিক পরিমাণ খেয়াল রাখিয়া তাহার প্রতি কত কল্যাণ করা হইয়াছে।

চতুর্থ কথা, যাহা আমি এখন সংক্ষেপে বলিতে চাহি উহা এই যে, একদিকে যেমন মানব অনুভূতির মর্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে, তেমনি কতক-জনের মধ্যে যে অশুভ অনুভূতির সৃষ্টি হইয়া যায়, উহার আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করা। (আরও অনেক বিষয় আছে, কিন্তু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, বলা সংক্ষেপ করার জন্য সে সব ছাড়িয়া দিলাম।) মোট কথা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে—"ইনসানিয়ত জিন্দাবাদ" ধ্বনীও জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের ন্যায় অপর কেহ দিতে পারিবে না। যে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর এই গৌরবময় কল্যাণবর্ষী তত্ত্ব অবগত, সেই দাঁড়াইয়া অপরাপর মানুষকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলিতে পারে যে,

"ইনসানিয়াত জিন্দাবাদ"।

সুতরাং আমি এখন এই দুইটি ধ্বনীর প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সমাজতন্ত্রীদের অধিকার নাই যে তাহারা "ইনসানিয়াত জিন্দাবাদ" ধ্বনী দেয় অথবা অন্য কোন "ইজিমের" এ অধিকার নাই। এ অধিকার শুধু ইসলামের আছে, এ অধিকার শুধু মুসলমানের আছে। মুসলমানগণের মধ্যে দুইটি দল হইতে পারে। একদল হইল, যাহারা জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ধ্বনী তোলে এবং অপর একদল হইল যাহারা উপলব্ধি না করিয়া এ ধ্বনী তোলে। কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক ধ্বনী তুলিবার একমাত্র তাহারই অধিকার আছে, যে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর আঁচলকে মজবুত ভাবে ধরিয়াছে এবং তাঁহার প্রেমে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যেহেতু তিনি মানবতার সর্বাপেক্ষা বড় হিতৈষী, সেইজন্য যে তাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়াছে, তাহারই এই অধিকার রহিয়াছে যে, অন্যদের সম্বোধন করিয়া বলে যে, "হে মানব! তোমার মানবতা চিরকাল জীবিত থাক এবং আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের ছায়াতলে অমানবিক আক্রমণ হইতে উহা নিরাপদ থাক।"

সুতরাং এই দুইটি ধ্বনী আমাদের ধ্বনী। "খাতামাল মুরসালীন জিন্দাবাদ", "খাতামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ" অথবা "খতমে নবুয়ত জিন্দাবাদ" ধ্বনী আহ্‌মদীয়াতের ধ্বনী এবং আমরা এগুলি জ্ঞানের ভিত্তিতে উচ্চারণ করিতে পারি। তদনুরূপ "ইনসানিয়াত জিন্দাবাদ" এর ধ্বনীও আমাদের। আমরা, যাহারা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর নগণ্য দাস এবং তাঁহার মর্যাদাকে জানি এবং তাঁহার মর্যাদার ফলে এবং তিনি মানবজাতির প্রতি যে মহা কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, উহার তত্ত্বজ্ঞান জানার বলে আমরা ইহার অধিকারী যে, আমরা মানবজাতিকে সম্বোধন করিয়া এই ধ্বনী করিব যে—

"ইনসানিয়াত জিন্দাবাদ।"

অন্যেও এই ধ্বনী দেয়। আমরা ইহা শুনিয়া খুশী হই। কিন্তু তাহাদের নিকট সে ধ্বনী উপলব্ধিহীন। তাহাদের ধ্বনী জ্ঞান-ভিত্তিক নহে।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এই তত্বজ্ঞানের উপর সদা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে সদা এই তৌফিক দিন যে, আমরা পৃথিবীতে ইহা সাব্যস্ত করিতে থাকি যে, কেবল আমরাই "খাতামাল আম্বিয়া জিন্দাবাদ" ধ্বনী দিবার অধিকারী এবং আমরাই এই কথার অধিকারী যে—

"ইনসানিয়াত জিন্দাবাদ"

এর ধ্বনী তুলি। আল্লাহ্‌তায়ালার তৌফিকেই সব কিছু হইয়া থাকে।"

অনুবাদক ঃ মৌলবী মোহাম্মাদ

আমীর, পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

যুগ-নূহের প্রলয় সতর্কবাণী

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

হযরত মসিহ্ মওউদ (আইঃ)-এর—ইলহাম (হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দ)

—০—